পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ২৩ নম্বর ছিপারা

পয়লা হান্নান

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত হান্নানে (রা:) চিঠির আকারে অউ ছহিফা লেখছইন। হজরত ইছায় দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৫০-৬০ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

তান লেখা অউ ছহিফার মাজে, আল্লা পাকর মায়ার বন্দা অকলর বেয়াপারে বয়ানি আছে। জগতর মানষর আওলাদ অকল যেলাখান তারার মা-বাফর লাখান অইন, অউলা আল্লার মায়ার বন্দা অকলও তান লাখান অইন। হজরত ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনিয়া যেরা আখেরি জিন্দেগি পাইলিছে, তারার জিন্দেগির মাজে নানান নমুনায় আল্লাই গুনাগুন দেখা যায়। তারা আল্লার হুকুম-আহকাম মানিয়া চলে, আর গুনার কাম থাকি হরিয়া রয়। আল্লা পাকর বায় তারার মহব্বত আছে আর অইন্যান্য ইমানদার অকলরেও মহব্বত করে।

অউ ছিপারার ৩ রুকু ১৬ আয়াতো আছে, "আল-মসীয়ে আমরার লাগি তান নিজর জান বিলাই দিছলা, অখান থাকিউ আমরা বুজছি, মহব্বত কারে কয়। অখন আমরার ভাইর লাগিও আমরার জান বিলাই দেওয়া জরুর।"

এরমাজে আছে,

(ক) হজরত ইছাউ আল্লার দেওয়া জিন্দেগি কালাম ..... ১:১-৪ আয়াত
(খ) গুনা ছাড়িয়া আল্লার নুরে আর মহব্বতে চলো ১:৫-২:১৭
(গ) খানে-দর্জাল থাকি সাবধান ২:১৮-২৭; ৪:১-৬
(ঘ) আল্লার নুরর আওলাদ বনিয়া নেকির আশিক অও ২:২৮-৩:১০
(ঙ) আল্লা নিজেউ মহব্বত, তে মহব্বতে চলো ৩:১১-২৪; ৪:৭-২১
(চ) ইছাউ আল্লার খাছ মায়ার জন মানিয়া জয়ী অও .....৫ রুকু

হজরত ইছাউ আল্লার দেওয়া জিন্দেগি কালাম

১ হকল পয়লা থাকিউ যেইন আছলা, যানরে নিজর চউখে দেখছি, যান মুখর আওয়াজ আমরা হুনছি, খুব খিয়াল করি আজমাইয়া চাইছি আর নিজর আতে ধরা-ছোয়া করছি, হউ জিন্দেগি কালামর বয়ানি লেখরাম। ২ অউ জিন্দেগি তো ই দুনিয়াত জাইর অইছলা, আমরার নিজর চউখে ই জিন্দেগিরে দেখছি, দেখিয়া হারি তান বেয়াপারে সাক্ষি দিরাম। বেহেস্তি বাফ আল্লা পাকর গেছে যেইন আছলা আর আমরার মাজে জাইর অইছলা, আখেরি অউ জিন্দেগানির কথাউ তুমরারে জানাইরাম। ৩ অউ যে জনরে আমরা দেখছি, যান মুখর বুলি হুনছি, তান বেয়াপারেউ তুমরারে কইরাম। যাতে অতা হুনার বাদে আমরার লগে তুমরারও খাতির-দুস্তি অয়। আমরার অউ খাতির অইলোগি, গাইবি বাফ আল্লা পাক আর তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ইছা আল-মসীর লগে। ৪ তে আমরা ইতা লেখরাম, যাতে আমরা আর তুমরার খুশি-বাসি পুরা অয়।

গুনা ছাড়িয়া আল্লার নুরে আর মহব্বতে চলো

৫ আমরা আল-মসীর মুখ থাকি ইতা হুনিয়া হারি, অখন তুমরারেও জানাইরাম, আল্লা পাক তো নুর। তান মাজে আন্দারির কুনু ছিটা-ফুটাও নাই। ৬ আর আমরা আন্দারির মাজে চলিয়া যুদি কই, আল্লা পাক আর আমরার মাজে খাতির-দুস্তি আছে, তে তো আমরা মিছা মাতরাম, সঠিক কাম কররাম না। ৭ অইলে আল্লা পাক যেলা নুরর মাজে বসত করইন, অউলা আমরাও যুদি নুরর ফরে চলি, তে আমরা একে-অইন্যে খাতির-দুস্তি আছে, আর তান খাছ মায়ার জন ইছা ইবনুল্লার পবিত্র লউয়ে আমরার তামাম গুনা-কছুরি পাক-ছাফ করে। ৮ অখন আমরা যুদি কই, আমরা মোটেউ গুনাগার নায়, তে আমরা নিজে নিজরে টগিয়ার, এতে পরমান অয় আমরার মাজে আল্লাই হকিকতি নাই। ৯ আমরা যুদি যারযির গুনার স্বীকারুক্তি দিলাই, তে তান আপন হক-হালালি আর পাক-পরেজগারির গুনে, লগে লগে গুনার মাফি দিলাইন, তামাম নাফরমানি থাকি আমরারে পাক-ছাফ করিলাইন। ১০ অখন আমরা যুদি কই, আমরা কুনু গুনা করছি

না, তে আমরা তানরেউ মিছা মাতরা বানাইলাম, এতে পরমান মিলে, আমরার দিলর মাজে তান কালাম নাই।

২ ও আমার ছাবাল অকল, আমি তুমরার গেছে ইতা লেখরাম, যাতে তুমরা গুনার কাম থাকি বাচিয়া রও। এরবাদেও কেউ যুদি কুনু গুনা করিলায়, তে বেহেস্তি বাবার দরবারো আমরার একজন পাক-পরেজগার শাফায়াতকারি আছইন, তান নাম ইছা আল-মসী। ২ জানো নি তাইন কিতা করছইন? আমরার গুনার কফরা হিসাবে তান নিজর জান কুরবানি দিছইন। খালি আমরার নায়, বরং দুনিয়ার হকল মানষর গুনার কফরার লাগি দিছইন।

৩ অখন আমরা তানরে চিনি নি? নিচ্চয় চিনি, আমরা তান হকল হুকুম-আহকাম মানলে বুজা যাইবো, আমরা তানরে চিনি। ৪ আর যে মানষে কয় তানরে চিনে, চিনিয়াও তান হুকুম-আহকাম মানে না, হে মিছা মাতে, তার দিলো হকিকতি নাই। ৫ অইলে যে জনে তান কালাম মাফিক চলে, তার দিলর মাজে নিচ্চয় আল্লাই মহব্বত ষোলআনা ফলিছে। তে আমরা তান মাজে বসত করি নি? অয়, অউ মন্তে বুজা যায় আমরা তান মাজে বসত করি: ৬ আর তান মাজে বসত করি কইলে, আমরার লাগি জরুর অইলো, তাইন যেলা চলছইন, আমরাও অলা চলা।

৭ ও সোনা অকল, আমি তো তুমরার গেছে নয়া কুনু হুকুমর কথা লেখরাম না, বরং অলা এক হুকুমর কথা লেখরাম, যেটা পয়লা থাকিউ আছিল। তুমরা আগে থাকি যে কালাম হুনছো, অটাউ অইলো হউ পুরানা হুকুম। ৮ ইটারে পুরানা কইলেও আসলে ইটা নয়া। অউ হুকুমর হকিকতিয়ে ইছা আল-মসী চলতা, আর তুমরার জিন্দেগিতও ইতা আছে। দেখরায় নি, আন্দাইর কাটি যার, আসল নুর অখন জাইর অর।

৯ কুনু মানষে যেবলা কয়, হে আল্লাই নুরর ফরো আছে, অথচ তার ভাইরে ঘিন্নায়, হে আসলে আন্দারিত রইছে। ১০ আর যে মানষে তার ভাইরে মায়া-মহব্বত করে, হে নুরর ফরো বসত করে, এরলাগি হে আছাড় খাওয়ার ডর নাই। ১১ অইলে যেগিয়ে তার ভাইরে ঘিন্নায়, হে তো আন্দারিত পড়ি রইছে, আন্দারির মাজে চলা-ফিরা করে। আসলে আন্দাইরে তারে আন্দা বানাইলিছে, এরলাগি হে জানেউ না, হে কুন পথেদি যার।

১২ ও ছাবাল অকল, আমি তুমরার গেছে লেখরাম,
জানো নি, আল-মসীর নামর খাতিরে,

তুমরার তামাম গুনা-কছুরি মাফ করা অইগেছে।
১৩ ও বাফ অকল, আমি আপনাইন্তর গেছেও লেখরাম,
পয়লা থাকিউ যেইন আছইন,
আপনারা তো তানরে চিনইন।
ও জুয়ান অকল, আমি তুমরারে লেখরাম,
ইবলিছর লগর মহা-লাড়াইত তো,
তুমিতাইন জিতি গেছো।

১৪ ও হুরুতা অকল, আমি তুমরারে লেখলাম,
তুমরা তো বেহেস্তি বাফরে চিনিলিছো।
ও বাফ অকল, আমি আপনাইন্তরে লেখলাম,
আপনারা তো তানরে চিনিলিছইন,
যেইন হক্কলতার পয়লা থাকিউ আছইন।
ও নউজুয়ান অকল, আমি তুমরারে লেখলাম,
তুমরাউ বলবান, আল্লার কালাম তুমরার দিলো গাথা,
ইবলিছর লগর মহা-লাড়াইত তুমরা জিতছো।

১৫ অখন খিয়াল করি হুনো, তুমরা ই দুনিয়া আর জগত-সংসারর কুনুতার মায়াত পড়িও না। যে মানুষ দুনিয়ার মায়াত পড়িযায়, হে তো নিজর বেহেস্তি বাফরে মহব্বত করে না। ১৬ জানো তো, দুনিয়াত যেতা মিলে, ইতা অইলো, রক্ত-মাংসর খাইশ, চউখর লোভ-লালছ আর সংসারর বাহাদুরি, ইতা কুনুটাউ বেহেস্তি বাফর গেছ থাকি আয় না, খালি দুনিয়া থাকি আয়। ১৭ তে দুনিয়াবি জগত-সংসারর হক্কল বাহাদুরির দিন ফুড়াই যার, অইলে যে বন্দায় আল্লার মর্জি যুগাই চলে, হে তো চিরকাল টিকিয়া রইবো।

খানে-দর্জাল থাকি সাবধান

১৮ বাবা অকলরে, কিয়ামত ধারো আইচ্ছে। তে তুমরা নিচ্চয় হুনছো, খানে-দর্জাল আওয়ার সময় অইগেছে। আর আসল কথা অইলো, এরমাজে বউত দর্জাল আইয়া হারছইন। অতা দেখিয়া আমরা বুজিয়ার, হাছাউ

কিয়ামত ধারো আইচ্ছে। ১৯ অউ দর্জাল অকল তো আমরার মাজ থাকিউ বারইছইন। তা-ও এরা আসলে আমরার তরিকাত আছিল না, আমরার তরিকার অইলে তো আমরার লগে রইলো অনে। তারা বারইয়া গেছেগি করিউ বুজা যায়, তারা কেউ আমরার নায়।

২০ অইলে তুমরা তো হউ পবিত্র জনর গেছ থাকি খেলাফতি পাইছো আর হকলেউ হক আখল পাইছো। ২১ তুমরা হকিকতি চিনো না মনো করিয়া আমি তুমরার গেছে লেখরাম নি? না, ইলা কুন্তা নায়। আসলে তুমরা হকিকতি চিনো, আর হক থাকি কুনুমন্তেউ না-হক বারয় না, এরলাগিউ তুমরারে লেখলাম। ২২ হজরত ইছাউ আল্লার ওয়াদা করা আল-মসী, ইখান যেগিয়ে স্বীকার করে না, হে তো নিচ্চিত মিছা মাতরা। গাইবি বাফ আর তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে যেগিয়ে অস্বীকার করে, হে-উ হউ দর্জাল। ২৩ অউ মায়ার জনরে যেগিয়ে অস্বীকার করে, বেহেস্তি বাফর লগে তার কুনু খাতির-সম্পর্ক নাই, আর যে মানষে মায়ার জনরে স্বীকার করে, তার লগে তো বেহেস্তি বাফরও খাতির-সম্পর্ক আছে। ২৪ তে পয়লা থাকি তুমরা যেতা হুনিয়া আইরায়, ইতা যানু তুমরার দিলো গাথা রয়। ইতা দিলো রইলে, বেহেস্তি বাফ আর তান খাছ মায়ার জনর লগে তুমরাও গাথা রইবায়। ২৫ আর ইটাউ অইলো হউ আখেরি জিন্দেগি, যে জিন্দেগি আল-মসীয়ে আমরারে দিবার ওয়াদা করছইন।

২৬ হুনো, তুমরারে যেগুইন্তে বে-পথি বানাইতো চায়, অতার পরিচয় জানানির লাগি আমি ইতা লেখলাম। ২৭ আসলে আল-মসী থাকি তুমরা যে খেলাফতি পাইছো, অউ খেলাফতি তো তুমরার দিলো বসত করে। এরলাগি দুছরা কেউরর গেছ থাকি তালিম নিবার কুনু জরুর নায়, অউ খেলাফতির রুহে তুমরারে দরকারি হকলতা হিকাইবা। তাইন তো হক, তান মাজে না-হক কুন্তা নাই। অখন আল-মসীর মাজে বসত করার লাগি তাইন যেলা তালিম দিছইন, তুমরা ঠিক অউলা রও।

আল্লার নুরর আওলাদ বনিয়া নেকির আশিক অও

২৮ ও ছাবাল অকল, আমার পরামিশ অইলো, তান মাজে বসত করাত রও, তেউ তাইন যেবলা হিরবার জাইরা অইবা, অউ সময় আমরা

সাওস পাইমু, তান ছামনে আইতে শরম করতো নায়। ২৯ আর তুমরা যেবলা একিন করো তাইন ষোলআনা পাক-পরেজগার, তে এওখানও একিন করিও, যে বন্দা নেক কামর আশিক, তার জনম তো স্বয়ং আল্লার নুর থাকি।

৩ হুনো, বেহেস্তি বাফে আমরারে কতো বেশি মায়া করইন! তাইন আমরারে তান আওলাদ কইয়া ডাকইন, আর আসলেও আমরা তান আওলাদ। তা-ও ই জগতে আমরারে চিনে না, কারন জগতে অউ গাইবি বাফরেও চিনে না। ২ ও সোনা অকল, অখন তো আমরা আল্লার আওলাদ বনছি, এরবাদে কিতা বনমু, ইখান অখনও জানি না। খালি জানি, আল-মসী যেবলা দুছরা বার জাইর অইবা, হউ সময় আমরাও তান লাখান অইমু। আমরা তো তানরে তান আসল ছুরতে দেখার সুযোগ পাইমু। ৩ আর যতো মানষে আল-মসীর উপরে ইলা আশা করে, তারা নিজরে আল-মসীর লাখান খাটি বানানিত রয়।

৪ যে মানষে গুনা করে, হে আল্লার হুকুম-আহকাম ভাংগে, আল্লার হুকুম ভাংগাউ তো গুনা। ৫ তুমরার জানা আছে, আল-মসী অইলা বে-গুনা মাছুম, তাইন গুনারে খেদানির লাগি দুনিয়াত জাইর অইলা। ৬ এরলাগি যেরা তান মাজে বসত করে, তারা গুনার পথে চলে না। গুনার গাতো যেগুইন পড়ি রইন, ইগুইন্তে তানরে দেখছেও না, চিনছেও না।

৭ ও ছাবাল অকল, তুমরারে যানু কেউ বে-পথে নিতো না পারে। আল-মসী তো পাক-পরেজগার, আর নেক কামর আশিক অকলও তান লাখান পরেজগার অয়। ৮ অইলে গুনার পথর আশিক যেরা, তারা শয়তানর মুরিদ, ইবলিছ-শয়তানে তো পয়লা থাকিউ গুনা করের। তার কামরে বিনাশ করার নিয়তে, অখন আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ই দুনিয়াত জাইর অইলা।

৯ তে যে বন্দার জনম অইছে আল্লার নুর থাকি, তার ভিতরে আল্লার নুরর বিছ বসত করে, এরলাগি হে গুনার গাতো পড়ি রয় না। আল্লাই নুর থাকি জনম অইছে করি, হে গুনার কামো পড়ি রইতো পারে না। ১০ আর যারযির আমল দেখলেউ বুজা যায়, কে আল্লার আওলাদ, কে শয়তানর পুত: যেতা মানুষ নেক পথে চলে না, তার মুমিন ভাইরে মহব্বত করে না, হে তো আল্লার মানুষ নায়।

মহব্বতে চলো

১১ তুমরা মুলো থাকিউ ইখান হুনিয়া আইরায়, আমরার লাগি ফরজ
অইলো, একে-অইন্যরে মহব্বত করা। ১২ তে আমরা যানু বাবা আদমর পুত
কাবিলর লাখান না অই। হে আছিল ইবলিছর মুরিদ, ইংসা করিয়া তার আপন
ভাইরে খুন করছিল। জানো নি কেনে খুন করছিল? হে হামেশা নাফরমানি
কাম করতো, অইলে তার ভাইয়ে নেক কাম করতো। ১৩ ও ভাই অকল,
দুনিয়ার মানষে যুদি তুমরারে ঘিন্নায়, তে তাইজ্জুব অইও না। ১৪ আমরা
তো আমরার মুমিন ভাইরে মহব্বত করি, এরলাগি বুজরাম, আমরা মরন
থাকি বাচিয়া জিন্দেগিত আইছি। যেরা মহব্বত করে না, তারা তো মরনর
গাতো পড়ি রইছে। ১৫ নিজর ভাইরে যেগিয়ে ঘিন্নায়, হে তো খুনি। আর
তুমরার জানা আছে, কুনু খুনির দিলো আখেরি জিন্দেগি বসত করে না।
১৬ আল-মসীয়ে আমরার লাগি তান নিজর জান বিলাই দিছলা, অখান
থাকিউ আমরা বুজছি, মহব্বত কারে কয়। অখন আমরার ভাইর লাগিও
আমরার জান বিলাই দেওয়া জরুর। ১৭ সংসারো খাইয়া-ফিন্দিয়া বাচার
বেবস্থা যার আছে, হে তার ভাইর অভাব দেখিয়াও যুদি চউখ মুজিয়া
বইরয়, তে তার ভিতরে কিলা আল্লাই মহব্বত বসত করে?
১৮ বাবা অকলরে, আমরা খালি মুখর মায়া না দেখাইয়া, কামর মাজদি
যানু আসল মহব্বত দেখাই। ১৯ তেউ আমরা বুজমু, আমরা হকর লগে
আছি। আর হক আল্লার ছামনে আমরার দিলর তছল্লি আইবো। ২০ কারন
আমরার দিলেউ যুদি আমরারে দুষি কইয়া রায় দেয়, তে আল্লা পাক তো
ই দিল থাকি বউত মহান, হক্কলতাউ জানইন।
২১ এরলাগি কইরাম, ও সোনা অকল, আমরার আপন দিলে যুদি
আমরারে দুষি সাইবস্তো না করে, তে সাওস করিয়া আল্লার দরবারো
আজিরা দিতাম পারমু। ২২ আর তান গেছে আমরা যেতা মাংগিমু, ইতা
তাইন দিবা। কারন আমরা তান হুকুম-আহকাম মানিয়া চলি, আর যে কাম
করলে তাইন খুশি অইন, খালি অউ কাম করি। ২৩ তান হুকুম অইলো, আমরা
যানু তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনি,
আর একে-অইন্যরে মহব্বত করি। অউ হুকুমউ তাইন আমরারে দিছইন।
২৪ আর যে বন্দায় তান হুকুম মানিয়া চলে, হে তান মাজেউ বসত করে,

অলা তাইনও তার মাজে বসত করইন। অখন তাইন আমরারে যে পাক রুহ দান করছইন, অউ রুহর মাজদি আমরা বুজিয়ার, তাইন আমরার দিলো বসত করইন।

খানে-দর্জাল থাকি হিরবার সাবধান

৪ ও সোনা অকল, দুনিয়াত বউত ভন্ড নবী বারইছইন। এরলাগি কেউ যুদি আইয়া কয়, আমি রুহর বলে মাতিরাম, তে তুমরা জলদি বিশ্বাস করিও না, বরং যাচাই করিয়া দেখো, ই রুহ আল্লার গেছ থাকি আইছে কি না। ২ আল্লাই রুহরে চিনার নিয়ম অইলো, যে রুহে স্বীকার করে মানুষ ছুরতে ইছা আল-মসীয়ে দুনিয়াত তশরিফ আনছইন, অউ রুহ আল্লার গেছ থাকি আইছে। ৩ অইলে যে রুহে অউ ইছারে স্বীকার করে না, ই রুহ আল্লার গেছ থাকি আইছে না। ইতা অইলো খানে-দর্জালর রুহ, অউ দর্জালর রুহ আইবার কথা তুমরা আগে হুনছো, আর অখনও হে অউ জগতো আছে।

৪ অইলে ও ছাবাল অকল, তুমরা তো আল্লার মানুষ, হউ ভন্ড অকলর উপরে তুমরা জিতিছো। তুমরার দিলো যে রুহ আছইন, এইন তো ই জগতর রুহ থাকি বউত মহান। ৫ আসলে অউ ভন্ড অকল তো অউ জগতর, এরলাগি তারা খালি জগতর বুলি বুলে, আর জগতেও তারার বুলি মানে। ৬ আর আমরা অইলাম আল্লার মানুষ। আল্লারে যেরা চিনে, তারা আমরার বুলি মানে। অইলে যেরা আল্লার নায়, তারা আমরার কথা হুনে না। অউ নমুনায় আমরা ধুকাবাজ রুহ আর আল্লাই হক রুহরে চিনি।

আল্লা নিজেউ মহব্বত, তে মহব্বতে চলো

৭ ও সোনা অকল, আল্লার দেওয়া দান অইলো মহব্বত, এরলাগি আমরা যানু একে-অইন্যে মহব্বত করি। যে বন্দার দিলো মহব্বত আছে, তার জনম অইছে আল্লার নুর থাকি, হে আল্লা পাকরে চিনে। ৮ আর যেগুর ভিতরে মহব্বত নাই, হে তো আল্লা পাকরে চিনে না, কারন আল্লা নিজেউ তো মহব্বত। ৯ আল্লা পাকর মহব্বত আমরার মাজে অউ নমুনায় জাইর অইছে, তাইন তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে অউ দুনিয়াত বেজিছইন,

যাতে এন উছিলায় আমরা আখেরি জিন্দেগি হাছিল করতাম পারি। ১০ আর আমরা যেন আল্লা পাকরে মহব্বত করছলাম ইলা কুন্তা নায়, বরং তাইন নিজেউ আমরারে মহব্বত করিয়া, আমরার গুনার কফরা অইবার লাগি, তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে জগতো পাঠাই দিলা, অকটারেউ কয় মহব্বত।

১১ ও সোনা অকল, আল্লা পাকে যেবলা আমরারে অলা মহব্বত করলা, তে আমরার লাগিও জরুর অইলো একে-অইন্যরে মহব্বত করা। ১২ আল্লারে তো কেউ কুনুদিন দেখছে না। অখন আমরা যুদি একে-অইন্যরে মহব্বত করি, তে বুজা যাইবো, তাইন আমরার দিলো বসত করইন, তান মহব্বতে আমরার দিলো পুরাপুর ফল ধরছে। ১৩ আমরারে তান রুহ মুবারক দান করছইন, এরলাগি বুজরাম, আমরা তান মাজে বসত করি, আর তাইনও আমরার মাজে বসত করইন। ১৪ আমরা নিজে দেখছি, দেখিয়া হারি অউ সাক্ষি দিরাম, জগতর তরানেআলা কাণ্ডারি হিসাবে, গাইবি বাফে তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে বেজিছইন। ১৫ এরলাগি যে জনে স্বীকার করে, হজরত ইছাউ অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তার দিলো স্বয়ং আল্লা পাক বসত করইন, আর হে-ও আল্লার মাজে বসত করে। ১৬ আমরার লগে আল্লার যে মহব্বত আছে, ইখান আমরা জানি, জানিয়া একিনও করি।

আসলে আল্লা নিজেউ মহব্বত। মহব্বতর মাজে যে বন্দা বসত করে, হে আল্লার মাজেউ বসত করে, আর আল্লা পাকও তার মাজে বসত করইন। ১৭ অউ নমুনায় মহব্বত আমরার দিলর মাজে পুরাপুর ফলআলা অয়। তেউ কিয়ামতর দিন আমরা সাওসি বনি, কারন অউ জগতো আমরা তান রংগে রংগি গেছি। ১৮ মহব্বতর মাজে কুনু ডর-ভয় নাই, ষোলআনা মহব্বতে বরং ডর-ভয়রে খেদাই দেয়। ডর-ভয়র মাজে তো সাজা পাওয়ার ভাব-সাব আছে, এরলাগি ডর-ভয় যার ভিতরে, হে মহব্বতর ষোলআনা ফল ধরছে না।

১৯ তে আমরা আল্লা পাকরে মহব্বত করি, কারন তাইন আমরারে পয়লা মহব্বত করছইন। ২০ আর যে মানষে কয়, হে আল্লা পাকরে মহব্বত করে, কইয়া তার মুমিন ভাইরে ঘিন্নায়, হে তো মিছা মাতরা। কারন নিজর চউখে দেখা ভাইরে যেগিয়ে মহব্বত করে না, আ-দেখা আল্লারে কিলা মহব্বত করবো? ২১ আমরা তো তান গেছ থাকি অউ হুকুম পাইছি, যে বন্দায় আল্লা পাকরে মহব্বত করে, হে যানু তার ভাইরেও মহব্বত করে।

ইছাউ আল্লার খাছ মায়ার জন মানিয়া জয়ী অও

১ হজরত ইছাউ অইলা আল্লার ওয়াদা করা হউ আল-মসী, ইখান
যেরা একিন করে, তারার জনম অইছে আল্লার নুর থাকি। জানো
নি, যে মানষে কুনু মা-বাফরে মহব্বত করে, হে এরার আওলাদরেও
মহব্বত করবো। ২ তে আল্লা পাকর আওলাদরে মহব্বতর বেয়াপার
কিলা বুজাইতাম? আল্লা পাকরে মহব্বত করিয়া তান হুকুম-আহকাম
মানিয়া চললেউ বুজা যায়, আমরা হাছাউ তান আওলাদরে মহব্বত করি।
৩ আল্লার হুকুম-আহকাম মানিয়া চলাউ অইলো আল্লারে মহব্বত করা।
আর তান হুকুম-আহকাম মানা তো খুব কঠিন কুনু কাম নায়। ৪ কারন
আল্লার নুরর আওলাদ অকল ই জগতর উপরে জয়ী অইন, আর জগতর
লাড়াইত যে জিনিসর বলে জয়ী অইছি, ইকটা অইলো আমরার ইমান।
৫ হজরত ইছাউ অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, ইখান যেরা
একিন করে, ই জগতর লাড়াইত তারাউ খালি জয়ী অয়।

৬ ইছা আল-মসী অইলা হউ জন, যেইন পানি আর লউর বলে
দুনিয়াত আইছইন। তাইন খালি পানির জরিয়ায় নায়, বরং হউ পাক
গোছলর পানি আর সলিবো জান কুরবানির লউর বলে আইছইন।
ইতা বেয়াপারে আল্লাই পাক রুহে সাক্ষি দিরা, আর অউ রুহ তো হক।
৭ আসলে তিনো সাক্ষিয়ে সাক্ষি দিরা: ৮ রুহ, পানি আর লউ, অউ
তিন সাক্ষির সাক্ষি এক সমান। ৯ মানষর মুখর সাক্ষি যেবলা আমরা
মানি, তে আল্লার দেওয়া সাক্ষি তো আরো মজবুত, তান খাছ মায়ার
জন ইবনুল্লার বেয়াপারে তাইন অলা সাক্ষি দিছইন। ১০ আর অউ মায়ার
জনর উপরে যেরা ইমান আনে, তারার দিলেও অউলা সাক্ষি দেয়।
অখন আল্লাই সাক্ষিরে যেরা মানছে না, তারা তো স্বয়ং আল্লারেউ মিছা
মাতরা বানাইলিছে, কারন আল্লায় নিজে তান মায়ার জনর বেয়াপারে
যে সাক্ষি দিছইন, তারা ইতা মানছে না। ১১ তান সাক্ষি অইলো, তাইন
নিজে আমরারে আখেরাতর জিন্দেগি দান করছইন, অউ জিন্দেগি তান
খাছ মায়ার জনর গেছে আছে। ১২ যে মানষে অউ মায়ার জনরে পাইছে,
হে জিন্দেগিও পাইছে। আর আল্লার হউ মায়ার জনরে যেরা পাইছে না,
তারা ই জিন্দেগিও পাইছে না।

১৩ ভাইয়াইনরে, তুমরা যেরা ইছা ইবনুল্লার উপরে ইমান আনছো,
তুমরারে জানানির লাগি আমি ইতা লেখলাম, তুমরা আখেরাতর জিন্দেগি
পাইলিছো। ১৪ অখন আমরা তান দরবারো অউ সাওস পাইছি, তান মর্জি
মাফিক আমরা কুন্তা মাগিলে, ইতা তাইন হুনবা। ১৫ আমরা যেবলা জানি,
আমরা যেতা মাগি ইতা তাইন হুনইন, তে এওখানও জানি, তান দরবারো
আমরা যেতা মাগিছি, ইতা নিচ্চিত পাইলিছি।

১৬ কেউ যুদি কুনু মুমিন ভাইরে অলা এক গুনা করাত দেখে, যে গুনা
মউতর পথি নায়, তে হে আরজ করলে আল্লায় হউ ভাইরে হেফাজত
করবা। আমি ইনো অউ লাখান গুনার কথা কইরাম, যেরার গুনা মউতর
পথি নায়। অইলে মনো রাখিও, মউতর পথি গুনাও আছে, ইলা গুনার
বেয়াপারে আরজ করার লাগি আমি কইরাম না। ১৭ আসলে হকল জাতর
নাফরমানিউ গুনা, অইলে হকল গুনা তো মউতর পথি নায়।

১৮ আমরা জানি, আল্লার নুর থাকি যে বন্দা অকলর জনম অইছে, এরা
গুনার কামো বন্দি রয় না। বরং আল্লার নুরে জনম লওয়া হউ খাছ মায়ার
জনে তারার জানর হেফাজত করইন, ইবলিছে তারারে কবজা করতো পারে
না। ১৯ আর আমরা তো জানি, খালি আমরাউ অইলাম আল্লার মানুষ, বাদ-
বাকি আস্তা জগতউ ইবলিছর পাওর তলে। ২০ আমরা এওখানও জানি,
আল্লার খাছ মায়ার জন আইয়া হারি আমরারে অউ আখল দিছইন, যাতে
হক আল্লারে আমরা চিনি। তে হক আল্লার লগে আমরার মিলন অইছে,
মানি তান খাছ মায়ার জন ইছা আল-মসীর লগে আমরার মিলন অইছে।
তাইনউ তো হক আল্লা, তাইনউ আখেরি জিন্দেগি।

২১ ও ছাবাল অকল, হকল নমুনার মুর্তি পুজা থাকি বাচিয়া রও। আমিন॥